মোহাম্মদপুরের বেড়ীবাধ এলাকায় স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড-এ অগ্নিকান্ডে ৮ জন নারী শ্রমিক নিহত ও ৫০ জনের অধিক আহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি তৈরী পোষাকশিল্প। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত হিসেবে তৈরী পোষাক শিল্পকে বিবেচনা করা হয়। অথচ এই তৈরী পোষাক শিল্প কারখানাগুলোতে প্রায়ই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটছে। সাম্প্রতিককালে তৈরী পোষাক শিল্পে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনায় সাভারের নিশ্চিন্তপুরে তাজরিন ফ্যাশনসে আগুনে অন্তত ১১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও শতাধিক শ্রমিক আহত হন। তারপরও সরকার এবং বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় সঠিক নজরদারি না থাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ফলে আবাসিক এলাকায় অনুমোদনহীনভাবে গড়ে উঠছে অনেক কারখানা। এই কারখানাগুলোতে থাকেনা কোন ফায়ার সার্ভিসের অগ্নি নিরাপত্তার লাইসেন্স, ইন্সুরেন্স, বিকল্প সিঁড়ি কিংবা কারখানার ভেতরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। সে কারনে এই গার্মেন্টসগুলো হয়ে উঠে অসহায় শ্রমিকদের মৃত্যুফাঁদ। এমনি এক পোষাক কারখানা হচ্ছে স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড।

তাজরিন ফ্যাশনস লিমিটেড-এর ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের মাত্র দুমাস পর ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার বেড়ীবাধ এলাকায় স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড-এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়, আগুনের সূত্রপাত হয় গার্মেন্টসের অভ্যন্তরে রাখা জ্যাকেট তৈরীর প্যাডিং ও ঝুটের স্তুপ থেকে। যেহেতু কোন ফায়ার এলার্ম ছিল না তাই কারখানার ভেতরে শ্রমিকরা আগে থেকে আগুন লাগার ঘটনা টের পান নি। কারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি না থাকায় দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় শ্রমিকরা সবাই হুড়োহুড়ি করে বের হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু বাইরে বের হওয়ার সিঁড়ির মুখে ঝুটের স্তুপ এবং বাইরে সিঁড়ির গেট তালাবদ্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে সবাই একসাথে প্রবেশের সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায় এবং অনেক শ্রমিক ভবনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পদদলিত হয়ে এক নারী শ্রমিক নিহত ও কয়েকজন গুরুতর আহত হন এবং দোতলা থেকে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে অনেকে আহত হন। হাসপাতালে নেয়ার পর আরো ছয়জন নারী শ্রমিক মারা যান। মারা যাওয়া সাতজন নারী শ্রমিক হচ্ছেন রোজিনা (১৮), কোহিনুর আক্তার (১৬), নাসিমা বেগম (২৮), রাজিয়া আক্তার (১৬), লাইজু আক্তার (১৭),

জ্যোৎ্না আক্তার (২০) ও নাসিমা খাতুন (১৭)। ঘটনার সময় ৫০ জনের অধিক আহত হন। পরবর্তীতে এ্যাপোলো হাসপাতালে সামসুন্নাহার নামে আরেকজন নারী শ্রমিক মারা যান। জানা যায়, অগ্নিকান্ডের সময় এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০ জন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড রাজউক এর অনুমোদন ছাড়া একটি ভবনের দোতলায় ২০১২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যক্রম শুরু করে। এ ভবনে কোন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি কিংবা অগ্নিনির্বাপনের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। এই কারখানাটির শুধুমাত্র দুটি সিঁড়ি ছিল। একটি প্রবেশ করার জন্য এবং অন্যটি বের হওয়ার জন্য। কোন জরুরী নির্গমন সিঁড়ি ছিল না। এই কারখানাটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, ফায়ার সার্ভিস, বিজিএমইএ ইত্যাদি থেকে কোনপ্রকার অনুমোদন নেয়নি। তারপরও মাহি ফ্যাশনস, ওমাস প্যাকেজিং লিঃ, নাজ জিন্স প্রসেশনস এবং ম্যাক-টেক্স-এর মত কয়েকটি এক্সপোর্ট কোম্পানির সাথে এই কারখানাটির সাব-কন্ট্রাক্ট চুক্তি রয়েছে এবং কারখানাটি কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের পন্য তৈরী করে বলে জানা যায়।[১] অধিকার প্রতিনিধি ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের (SCOTT & FOX, DENIM Lefties, SOL'S WARM) লোগো সম্বলিত পুড়ে যাওয়া কিছু কাপড়ের অংশবিশেষ দেখতে পায়।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রি অল-গ্লোবাল ইউনিয়ন, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ নিহতদের পরিবার প্রত্যেককে ক্ষতিপুরণবাবদ ১২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং আহতদের ৫ লক্ষ টাকা দেয়ার জন্য তহবিল গঠন করে। এই তহবিলে প্রতিটি পরিবারকে বিজিএমইএ ২ লক্ষ টাকা, বিকেএমইএ ২ লক্ষ টাকা এবং বাকী টাকা অল-গ্লোবাল ইউনিয়ন প্রদান করবে। এর মধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ নিহতদের পাঁচ পরিবারকে ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। কিন্তু নিহত পরিবারের বাকী টাকা এবং আহতদের ক্ষতিপুরণ বাবদ টাকা কবে, কোথায় ও কিভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শরিফ আব্দুস সালাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির আহমেদ তথ্যানুসন্ধানকালে জেলে আটক থাকায় এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা আত্মগোপনে থাকায় তাঁদের সাথে তৎক্ষণাৎ কথা বলা যায়নি।

গত ০২ এপ্রিল ২০১৩ স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শরিফ আব্দুস সালাম জেল থেকে জামিনে ছাড়া পান। শরিফ আব্দুস সালামের সাথে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মোবাইলটি বন্ধ পাওয়া যায়।

[১] ডেইলি স্টার ২৮/০১/২০১৩

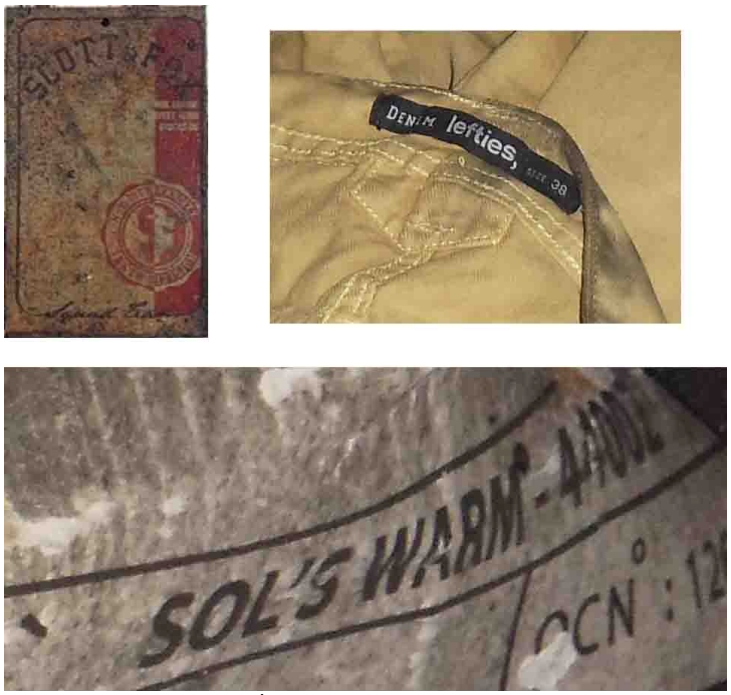

স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস-এ পাওয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের লোগো সম্বলিত কাপড় ও বাক্সের পুড়ে যাওয়া অংশ বিশেষ (অধিকার)

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- কারখানার শ্রমিক
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

রুবেল হাওলাদার (১৭), শ্রমিক, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড

রুবেল হাওলাদার অধিকারকে জানান, তিনি কারখানার পাশেই মোহাম্মদপুরের বেড়ীবাধ এলাকার তিন রাস্তার মোড়ে একটি বস্তিতে থাকেন। তিনি স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড-এ ফিনিশিং সেকশনে অ্যাসোর্টম্যান হিসেবে কাজ করতেন। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.১৫টায় দুপুরের খাবার শেষ করে তিনি কারখানায় আসেন এবং কাজ শুরু করেন। তখন কারখানায় প্রায় ৩৫০জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। এদের মধ্যে আনুমানিক ৩০০জন নারী শ্রমিক ছিল। দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় কাটিং লাইন এবং প্যাকিং লাইনের মাঝে রাখা জ্যাকেটের প্যাডিং-এর স্তুপ থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেন এবং একজন শ্রমিক আগুন আগুন বলে চিৎকার করে উঠে। এসময় তিনিসহ কারখানার কয়েকজন সিনিয়র শ্রমিক কারখানার ভেতরে থাকা পানি ও বালি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন কিন্তু আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে সবাই হুড়োহুড়ি করে বের হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বের হওয়ার সিঁড়ির মুখে ঝুটের স্তুপ এবং সিঁড়ির গেট তালাবদ্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে সবাই একসাথে প্রবেশ করার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায় এবং অনেক শ্রমিক ভবনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে থাকে। তিনি এবং আরো কয়েকজন শ্রমিক সিঁড়ি দিয়ে নামতে না পেরে জানালা ভেঙ্গে ভবনের বাইরে লাফিয়ে পড়েন। বাইরে এসে দেখেন, একজন নারী শ্রমিকের

লাশ কারখানার সামনে পড়ে আছে এবং স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। দুপুর আনুমানিক ৩.০০টায় ফায়ার সার্ভিস থেকে লোকজন আসে এবং প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

লিজা (১৭), আহত শ্রমিক, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড

লিজা অধিকারকে জানান, তিনি ও তাঁর ছোট বোন রিমা (১৬) স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডে কাটিং সেকশনে হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় দুপুরের খাবার শেষ করে তিনি কারখানায় কাজ করছিলেন। সে সময় কারখানাটিতে আনুমানিক ৩৫০জন শ্রমিক কাজ করছিল। হঠাৎ তিনি শুনতে পান একজন শ্রমিক আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে। তিনি লক্ষ্য করেন কারখানার পেছনের অংশে বাথরুমের পাশে রাখা জ্যাকেটের প্যাডিংয়ের স্তুপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। তখন সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায়। কিন্তু কারখানার দুটি সিঁড়ির মধ্যে বাইরে বের হওয়ার সিঁড়ির গেট বন্ধ ছিল তাই কারখানায় প্রবেশ করার সিঁড়ি দিয়ে সবাই হুড়োহুড়ি করে নামতে যান। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হুড়োহুড়িতে এবং কারখানার ভেতর থেকে আসা ধোঁয়ায় সিঁড়ির গেটে এসে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর জ্ঞান ফিরলে তিনি নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় দেখতে পান। এসময় তিনি তাঁর ছোট বোন রিমার খোঁজ করলে জানতে পারেন তাঁর বড় ভাই মিজানুর রহমান তাদের দুজনকে ভ্যানে করে শিকদার মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসেন। লিজা জানান, তিনি এই কারখানায় যোগদান করার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁকে অগ্নিপ্রতিরক্ষায় কোন প্রশিক্ষন দেননি।

ছবিঃ স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস-এর অভ্যন্তর যেখানে কোনরকম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দেখা যায়নি (অধিকার)

জয় (১৬), শ্রমিক, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড

জয় অধিকারকে জানান, তিনি কারখানার পাশেই মোহাম্মদপুরের বেড়ীবাধ এলাকার তিন রাস্তার মোড়ে একটি বস্তিতে থাকেন। তিনি স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস-এর শুরু থেকেই অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি ২০১২ থেকে স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস কাজ করেন। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় দুপুরের খাবার শেষ করে তিনি কারখানায় এসে কাজ শুরু করেন। হঠাৎ কারখানার

ভেতরে আগুন আগুন বলে চিৎকার শুনতে পান। তিনি চিৎকার শুনে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে হুড়োহুড়ি করে কারখানায় প্রবেশ করার সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন, কারন বাইরে বের হওয়ার সিঁড়ির মুখে ঝুটের স্তুপ ছিল ও সিঁড়ির গেট তালাবদ্ধ ছিল। এরপর স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় তিনি বাইরে বের হওয়ার গেটের তালা ভেঙ্গে গেট খুলে দেন। এরপর তিনি আবারো কারখানার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং কারখানার কয়েকজন শ্রমিকের সহযোগিতায় ভেতরে থাকা পানি ও বালি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা বেড়ে গেলে তিনি এবং আরো বেশ কয়েকজন শ্রমিক সিঁড়ি দিয়ে নামতে না পেরে জানালা ভেঙ্গে ভবনের বাইরে লাফিয়ে পড়েন। বাইরে এসে দেখেন, স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। দুপুর আনুমানিক ৩.০০টায় ফায়ার সার্ভিস থেকে লোকজন আসে এবং প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

ঝর্না আক্তার (২২), আহত শ্রমিক, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড

ঝর্না আক্তার অধিকারকে জানান, তিনি স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডে কাটিং সেকশনে অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় দুপুরের খাবার শেষ করে তিনি কারখানায় কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পান পেছন থেকে কেউ আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে। সবাই যখন হুড়োহুড়ি করে নামতে যায় তখন বৈদ্যুতিক বাতি বন্ধ করে দেয়া হয়। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মানুষের নিচে চাপা পড়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরলে তিনি নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় দেখতে পান। নামার সময় কি হয়েছিল কিংবা তাঁকে কে হাসপাতালে নিয়ে এলো তার কিছুই তিনি বলতে পারেন না।

ঝর্না আক্তার আরো বলেন, এই কারখানায় কোন অগ্নিনির্বাপনের জন্য ব্যবস্থা ছিল না। তিনি এক বছর যাবত এই কারখানাতে কাজ করছেন অথচ কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁকে অগ্নিপ্রতিরক্ষায় কোন প্রশিক্ষন দেয়নি।

ছবিঃ স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস-এর এক্সিট পয়েন্টে রাখা ঝুটের স্তুপ (অধিকার)

মোঃ হাসিবুর রহমান, স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মোঃ হাসিবুর রহমান অধিকারকে জানান, ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর ২.৪০টায় একটি ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন বেড়ীবাধ এলাকায় স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডে আগুন লেগেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ৩ জন ফায়ারম্যান, ১ জন লিডার, ১ জন ড্রাইভারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, ভবনটির ২য় তলা থেকে ঘন কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। আগুনের ভয়াবহতা দেখে তিনি সঙ্গে থাকা কর্মীদের কাজে লাগিয়ে হেডকোয়ার্টারকে জানান। কিছুক্ষনের মধ্যেই মোহাম্মদপুর স্টেশন থেকে ৭ জন ফায়ারম্যান, ১ জন লিডার ও ১ জন ড্রাইভার সম্বলিত আরেকটি ফায়ার ইউনিট সহ মিরপুর স্টেশন, সদরঘাট স্টেশন থেকে মোট ৮টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। বিকাল আনুমানিক ৪.০৫টায় আগুন স□পুর্ন নিয়ন্ত্রনে আসে। ভবনের অভ্যন্তরে কোন লাশ কিংবা আহত অবস্থায় তিনি কাউকে পাননি।

হাসিবুর রহমান অধিকারকে আরো বলেন, তিনি গার্মেন্টসের অভ্যন্তর পরিদর্শন করে দেখতে পেয়েছেন যে, এই ভবনটিতে অগ্নিনির্বাপনের কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রপাতিও নেই। যেমন- জরুরী নির্গমন সিঁড়ি, নির্দিষ্ট মাপে এক্সিট রুট, ফায়ার ইকুইপমেন্ট, এক্সিট রুট ক্লিয়ারেন্স, নির্দিষ্ট স্থানে ফায়ার সার্ভিসের ফোন নম্বর ও পুলিশ স্টেশনের ফোন নম্বর ছিল না।

নিপেন্দ্র নাথ দাস, ডেপুটি চিফ ইন্সপেক্টর, বাংলাদেশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়

নিপেন্দ্র নাথ দাস অধিকারকে জানান, যেহেতু স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস বাংলাদেশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নেয়নি তাই এই গার্মেন্টস স□পর্কে কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টসে আগুন লাগার খবরটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে তিনি জানতে পারেন। তিনি আরো বলেন, তাদের লোকবল কম থাকায় অনুনমোদিত গার্মেন্টস গুলোর ব্যাপারে নিয়মিত মনিটর করতে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তবে তিনি অধিকারকে বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে অননুমোদিত গার্মেন্টস গুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

নাসির উদ্দিন চৌধুরী, ১ম সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

নাসির উদ্দিন চৌধুরী অধিকারকে জানান, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর সদস্য নয়। তাই তাদের কাছে এই গার্মেন্টস স□পর্কে কোন তথ্য নেই। স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস বিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত গার্মেন্টসের সাথে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাস্তবিকই বিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত কোন গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টসের সাথে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করতো কিনা তা নিশ্চিত নয়। এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে বিজিএমইএ-এর নীতিমালা অমান্য করে যদি কোন গার্মেন্টস অনুনমোদিত কোন

গার্মেন্টসকে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ দেয় সেইক্ষেত্রে তদন্ত সাপেক্ষে বিজিএমইএ-এর নীতিমালা অনুযায়ী সেইসব গার্মেন্টসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছবিঃ ২য় তলায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস এবং নিচতলায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপসহ অন্যান্য দোকান (অধিকার)

নাসিমা খানম, ভবন মালিক

নাসিমা খানম অধিকারকে জানান, মোহাম্মদপুরের বেড়ীবাধ এলাকার ৭১৭ শানদ উদ্যানের দোতলা ভবনটির মালিক তাঁর স্বামী কুয়েত প্রবাসী মোঃ আফসার খান। তিনি ভবনটির ২য় তলা স◌পুর্নভাবে তৈরী হওয়ার আগেই ২৮ লক্ষ টাকা অগ্রীম নিয়ে স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শরিফ আব্দুস সালাম-এর নিকট ভাড়া দেন। ০১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস-এর কার্যক্রম চালু হয়। ভবনটি ভাড়া নেয়ার সময় স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, এখানে শুধুমাত্র সেলাইয়ের কাজ হবে এবং ছোট মেশিনে থাকবে। তাই তিনি গার্মেন্টসের অগ্নি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। নাসিমা খানম অধিকারকে আরো বলেন, এই ভবনটি রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই তৈরী হলেও অনুমোদন নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাজউক অফিসে জমা দেয়া আছে। অনুমোদন পেলে দোতলা এই ভবনটি ভেঙ্গে নতুন করে তৈরীর জন্য এপার্টম্যান্ট তৈরীর কো◌পানীকে দিয়ে দেয়া হবে।

উপ-পরিদর্শক (এস আই) আফজাল, মোহাম্মদপুর থানা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

এস আই আফজাল অধিকারকে জানান, মোহাম্মদপুর থানার বেড়ীবাধ এলাকায় স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় অগ্নিকান্ডে নিহত শ্রমিক রাজিয়া বেগমের বাবা আলতাফ হোসেন স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান শরিফ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির আহমেদ সহ অজ্ঞাতনামা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩/৩২৫/৪৩৬/৩০৪(ক)/১০৯ ধারায়[২] একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং- ৬৭, তারিখ-

[২] ধারা ৩২৩- সেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি
ধারা ৩২৫- সেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের শাস্তি

২৬/০১/২০১৩। ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ এই মামলাটির তদন্তের দ্বায়িত্ব ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হুমায়ুন কবির, গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ-৬ (পশ্চিম), ঢাকা মহানগর পুলিশ

হুমায়ুন কবির অধিকারকে জানান, ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড-এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় দায়েরকৃত মামলাটি ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি এই মামলার তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০.৪৫টায় এই মামলার প্রধান আসামী স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান শরিফ আব্দুস সালাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির আহমেদকে ধানমন্ডি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আসামীদের ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা অনুমোদনহীনভাবে স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড শুরু করা এবং পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না থাকার কথা স্বীকার করেন। রিমান্ড শেষে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ অভিযুক্তদের ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয় এবং আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন। মামলাটি তদন্তনাধীন থাকায় তিনি এ ব্যপারে আর কিছু বলতে রাজী হননি।

-শেষ-

ধারা ৪৩৬- দালান ইত্যাদি ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি

ধারা- ৩০৪(ক)- অবহেলার ফলে ঘটিত মৃত্যুর শাস্তি

ধারা ১০৯- দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কাজটি স□পাদিত হবার ক্ষেত্রে এবং উহার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার ক্ষেত্রে দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি